নিয়ম জানতেন না পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাইদুর, শোকেজের উত্তরে

চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণা করা সাইদুর রহমান।

আজ সোমবার সকাল ১১ টায় মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের কাছে তিনি শোকজের উত্তর দিয়েছেন।

শোকজের উত্তরে তিনি বলেছেন, তিনি সঠিক নিয়ম জানতেন না। এজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ভুল করবেন না।

উল্লেখ্য, অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া সাইদুর রহমানকে স্বপ্রনোদিত শোকজ করেছিল মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

তবে চাকরিজীবী হয়েও অসুস্থতা জনিত ছুটিতে থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত হওয়া বিষয়ক সংবাদ প্রকাশের পর সাইদুর রহমান অত্যন্ত উদ্ধতপূর্ণভাবে ফেসবুক লাইভে এসে বলেছিলেন যে সংবাদপত্রে সংবাদটি ছাপা হয়েছে তাদের আইন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। তিনি সকল আইন জেনেই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন।

শোকজের উত্তর দিলেন

মেহেরপুরের পৌর মেয়র রিটন

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেহেরপুরের পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের কাছে তিনি শোকজের উত্তর দিয়েছেন।

এ সময় তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি গাড়ি ব্যবহার এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও তার পরিবার নিয়ে কটুক্তি অভিযোগ অস্বীকার করেন। শোকজের লিখিত উত্তরে তিনি বলেছেন আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে পৌরসভার কাজে বিভিন্ন এলাকায় গেছি। নির্বাচনী প্রচারণার কোনো কাজে আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করি নাই। এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও তার পরিবারকে নিয়ে কটুক্তির যে আনা হয়েছে সেটা মিথ্যা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বক্তব্যের ভিডিও বিকৃত করে ছড়ানো হয়েছে। তবে আগামীতে তিনি আরো সতর্ক থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩০ ডিসেম্বর শনিবার মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন তাকে শোকজ করেন।

লিখিত অভিযোগে বাবলু বিশ্বাস বলেছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, তাঁর সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, ভাই শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও ভগ্নিপতি মো: আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসদের উদ্দেশ্য করে ব্যক্তিগত চরিত্র হেয় করতে অশালীন বক্তব্য দিয়েছেন পৌর মেয়র রিটন । তিনি আরো অভিযোগ করেছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে দুর্নীতিবাজ, উন্নয়নকাজে বাধাদানকারী হিসেবে উল্লেখ করে তাকে ও তার পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি প্রদান করেছেন।

মেহেরপুরে আইনজীবীদের আদালত বর্জন

লুণ্ঠিত ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচারের নামে অবিচার বন্ধের দাবিতে মেহেরপুরে আদালত বর্জন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাত দিনব্যাপী আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করছে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতি।

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন সোমবার (১ জানুয়ারি) সকাল থেকে তারা এ কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আইনজীবীরা মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কোন মামলার শুনানিতে অংশ নেবেন না।

আজ দুপুর পৌনে একটার সময় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বারের সভাপতি এডভোকেট কামরুল হাসান সহ আইনজীবী ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

বিএনপিপন্থী আইনজীবী মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, ‘সমস্ত বিচারিক আদালত আমরা সফলভাবে বর্জন করেছি। এর একটাই কারণ আমি এবং আমরা যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রতিহত এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালত বর্জনের মাধ্যমে আমরা একটা মেসেজ দিতে চেয়েছি, এবং সেই মেসেজ আমরা দিয়েছি।’

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘সাত দিনব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আদালত বর্জনের কর্মসূচি পালন করছি।আগামী ছয় দিনেও আমরা আদালতের কোন ধরনের শুনানিতে অংশ নেব না। ৭ তারিখের ভোট বর্জনের জন্য আমরা লিফলেট বিতরণ করব এবং মাঠে থাকবো। ‘

এর আগে গত রবিবার মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির হলরুমে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের এক সভায় সারা দেশের আদালত বর্জন কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য গত ২৭ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ১ থেকে ৭ জানুয়ারি সারা দেশের আদালত বর্জন কর্মসূচির ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর-২ আসনের নৌকা প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের কারনে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক সাগরকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি । আগামী মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রবিবার ৩১ ডিসেম্বর মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমান এই শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে শোকজে বলা হয়েছে, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর-০২ (গাংনী উপজেলা) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর পরিচালিত গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ এ্যাডভান্স মেডিকেয়ার লিমিটেডে অর্থ ব্যয় করে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেন। এবং অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে রোগীদেরকে ফ্রি সেবার নামে প্রেসক্রিপশনের অপর পৃষ্ঠায় নির্বাচনি পোষ্টার ব্যবহার করে ভোটারদের অবৈধ ভাবে প্রভাবিত করে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা লঙ্ঘন করায় তাকে শোকজ করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে সাইদুরকে শোকজ

অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া সাইদুর রহমানকে স্বপ্রনোদিত শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি। সাইদুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ্’র ছেলে।তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা পল্লী সঞ্চয় অফিসের মাঠ সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই স্বপ্রণোদিত শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৭ ডিসেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। কমিটি জানতে পারে মোঃ সাইদুর রহমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠ সহকারী কর্মকর্তা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত। তবে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়েছেন। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারী কর্মচারী হয়েও নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়ে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৫ (৩) লঙ্ঘন করেছেন।

আগামী ১ জানুয়ারি সকাল ১১ টার সময় তাকে স্বশরীরে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ ১৫ দিন পর ফেরত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ ১৫ দিন পর ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।
আজ শনিবার বিকেল ৫টার দিকে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ’র মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা বৈঠক শেষে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ গ্রহণের পর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনা পুলিশ ও স্থানীয় ইউপি মেম্বার আ: রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকারাস্তা পাড়ার সাজেদুর রহমান ওরফে সাইদুল ও একই পাড়ার খাঁজা মঈনুদ্দিনসহ ৫/৬ জন সঙ্গবদ্ধ গরু চোরাকারবারি গত ১৬ ডিসেম্বর (শনিবার) সন্ধ্যার পর দর্শনার কামারপাড়া-বারাদি সীমান্তের পূর্বপাড়া-মাঝেরপাড়া কাঠেরপোল মাঠ নামক স্থান দিয়ে ৮২/২ এস মেইন পিলারের কাছ দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারত অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থান গোবিন্দপুরে অবস্থান করে। ওই দিন দিবাগত গভীর রাতে চোরাকারবারিরা ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন ৩২ গোবিন্দপুর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি টহল দলের মুখোমুখি হয়। এসময় বিএসএফ দল চোরাকারবারীদের লখ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুরলে গুলিবৃদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

সাজেদুর রহমান ওরফে সাজ্জুল (৩৫) ও খাঁজা মইনুদ্দিন (৪৫) নামের দুই গরু চোরাকারবারি। ঘটনার পরদির রোববার সকালে ভারতের

গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা লাশ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফকে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। এদিকে গত বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে দর্শনা বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও আইনী জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানান বিজিবি। ফলে লাশ নিয়ে ফিরে যায় বিএসএফ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা জানান ৮২ পিলারের কাছে কৃষ্ণনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপেন সরকার লাশ হস্তান্তর করলে আমি দর্শনা থানা ওসি হিসেবে লাশ দুটি গ্রহণ করি।

সন্ধ্যারপর লাশ তাদের পরিবারের কাছে বুঝে দেয়া হয়। এ সময় বিজিবি চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের (এডি) মো: হায়দার ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার রাজেস নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন।পরে দর্শনা থানা পুলিশ সন্ধার দিকে মৃতদ্বয়ের আত্মীয় স্বজনের কাছে লাশ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পূর্ন করে। এসময় নিহত সাজেদুরের লাশ সনাক্ত ও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাচাতো ভাই জুয়েল রানা আব্দুল।নিহত দুজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করলে পরিবারের লোকজন ও স্বজনদের কান্নায় গ্রামেন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।গতকালই তাদের লাশ রাত ৮ টার দিকে গ্রামেন একই কোবরস্থানে লাশ দুটি সম্পর্ন হয়েছে।

হরিনাকুণ্ডুতে চাঞ্চল্যকর শামীম হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী আবু সাইদ গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডের চাঞ্চল্যকর ক্লুলেস শামীম হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ও কুখ্যাত সন্ত্রাসী আবু সাইদ গ্রেপ্তার কে ১টি

বিদেশী রিভলবার ১টি ওয়ান শুটারগান এবং ৬ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে র্যাব-৬ এর প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়,ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানাধীন হরিণাকুন্ডু গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অস্ত্র ও গুলিসহ অবস্থান করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি শুক্রবার দিবাগত রাত দেড় টার সময় ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানাধীন হরিণাকুন্ডু গ্রামে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় র্যাব ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন অস্ত্রধারী কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোঃ আবু সাইদ (৩৬) কে গ্রেপ্তার করে। সে একই উপজেলার পারদখলপুর গ্রামের মোঃ ছানোয়ার হোসেন ছনুর পুত্র। এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে ১টি ওয়ান শুটারগান, ১টি বিদেশী রিভলবার ও ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ, গত ২৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু থানার সাবেক সেনা সদস্য এবং উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি শামীম হোসেন (৪৮)কে রাতে কিছু দুর্বৃত্তরা এলোপাথাড়ি কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে। নিহত শামীম হোসেন বিগত ২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অবসরে আসেন এবং হরিণাকুন্ডু উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জানা যায় নিহত ভিকটিম শামীম হোসেন রাত অনুমান ৮টার দিকে রাতের খাবার শেষ করে বাড়ী হতে বের হন এর কিছু সময় পরে হরিণাকুন্ডু থানার পার্বতীপুর গ্রামের জনৈক জব্বার মন্ডলের মেহগনি বাগানের উত্তর পাশে খালপাড়ে বাশেঁর সাকোর নিচে শামীম হোসেন এর রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। কিছু দুর্বৃত্তরা ভিকটিম শামীম হোসেনকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিভিন্ন প্রেস মিডিয়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে শামীমের স্ত্রী বাদী হয়ে গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হরিনাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামী গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আবু সাইদ

তার নিকটে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত সন্ত্রাসী আবু সাইদ হরিণাকুণ্ডুর সাবেক সেনা সদস্য ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি শামীম হোসেনের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।

জব্দকৃত আলামত ও গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানায় হস্তান্তর করে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে নিয়মিত অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে।

এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনকে শোকজ

সরকারি গাড়ী ব্যবহার করে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ শনিবার মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন। মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজ বলা হয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পক্ষে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নিয়মিত প্রচারনা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুবে একটি ভিডিও প্রচার হতে দেখা যায়। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, তাঁর সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, ভাই শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও ভগ্নিপতি মো: আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস দের উদ্দেশ্য করে ব্যক্তিগত চরিত্র হেয় করে অশালীন বক্তব্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী

ফরহাদ হোসেনকে দুর্নীতিবাজ, উন্নয়নকাজে বাধাদানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাকে ও তার পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি প্রদান করেছেন।

সরকারী গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহন করেন এবং উস্কানীমূলক, মানহানিকর এবং ব্যাক্তিগত চরিত্র হনন মূলক বক্তব্য দিয়ে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১১ (ক) ও ১৪ (২) লংঘন করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

এ বিষয়ে পৌর মেয়রকে স্বশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামী ১ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে শোকজের উত্তর দিলেন ডা. অলোক ও ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম

মেহেরপুরে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয় উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন ডা. অলোক কুমার দাস এবং ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা।

আজ শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টায় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা এবং দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধানী কমিটিতে হাজির হন। নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের কাছে তারা শোকজের উত্তর দিয়েছেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সুত্রে জানা গেছে, ‘শোকজে উল্লেখিত ভোট চওয়ার ঘটনাটি ডা. অলোক কুমার দাস অস্বীকার

করেছেন। প্রফেসর আব্দুল মান্নান কে ভারতের দালাল বলেছেন এ কথাটাও তিনি অস্বীকার করেছেন। ‘

প্রফেসর মান্নানের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এ সময় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির নিকট অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণাদি দাখিল করেন।

অপরদিকে কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সেলিম রেজা নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের খাস কামরায় নৌকার পক্ষে ভোট করার গোপন সভার বিষয়টি অস্বীকার করেন। একই সাথে তার কথা বলার ক্ষেত্রে কোন ভুল থাকলে সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেছেন। এ সময় তিনি মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুন নিজেই ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষ থেকে বের হয়ে গেছেন এমন একটি ভিডিও ফুটেজের অংশবিশেষ দাখিল করেছেন। এ সময় অভিযোগকারী নারী মেম্বার রহিমা খাতুন দুজন সাক্ষীসহ কমিটির চেয়ারম্যান এর কাছে সাক্ষ্য দেন।

জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডা. অলোক কুমার দাসের উত্তর এবং প্রফেসর মান্নানের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলীর প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে সেগুলো নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে। এবং ইউপি চেয়ারম্যান সেলিমের দাখিল করা সিসিটিভি ফুটেজের অংশটি কম্পিউটারের মনিটর থেকে মোবাইলে ধারণ করা। নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি সরজমিনে সেখানে সম্পূর্ণ ভিডিও ফুটেজটি দেখার পর নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ পাঠাবে।

উল্লেখ্য গত ২৭ ডিসেম্বর বুধবার নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ না করায় একজন নারী মেম্বারকে লাঞ্ছিত করার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সেলিম রেজাকে শোকজ করেন। অপরদিকে সরকারি চাকরিবিধি লংঘন, নৌকার প্রতীকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়া এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানকে ভারতের দালাল বলার লিখিত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে শোকজ করেন।

মেহেরপুরের দুটি আসনে সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে র্যাবের টহল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সদস্যরাও মাঠে নেমেছে।

দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও গতকাল শুক্রবার থেকে র্যাব টহল কার্যক্রম শুরু করে।

র্যাব ১২ সিপিসি ৩ মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্প কমান্ডার সহকারী সিনিয়র পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান জানিয়েছে, র্যাব সদও দপ্তরের নির্দেশনা অনুয়ায়ী মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় র্যাব সদস্যরা টহল শুরু করেছে।

তিনি আরো বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংষদ নির্বাচনে যে কোন অপ্রিতিকর ঘটনা দেশ বিরোধী কর্মকান্ড সহ যে কোন অপরাধ মুলক কর্মকান্ড থেকে দেশ ও জনগনকে রক্ষার্থে র্যাবের এই টহল কার্যাক্রম চলমান থাকবে। তারই ধারাবহিকতায় প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় র্যাব সদস্যরা তাদের টহল জোরদার করেছে।